দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ৯ বৈশাখ ১৪১৯
২২ এপ্রিল ২০১২

বারি বীজ বপন যন্ত্র

•মোঃ আরশাদুল হক•

পাটকে বাংলাদেশে সোনালি আঁশ বলা হয়। পাট চাষের জমি তৈরি ও বীজ বপন চৈত্র-বৈশাখ মাসে হয়ে থাকে। এ সময়ে জমি ৩ থেকে ৪টি চাষ দিয়ে ছিটিয়ে পাট বীজ বপন করা হয়। বর্তমানে পাওয়ার টিলার পাটের জমি চাষে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সারিতে পাট বীজ বুনলে কম বীজ লাগে, সহজে আগাছা পরিষ্কার করা যায়, গাছে আলো-বাতাস বেশি পায় এবং উৎপাদন বাড়ে। সারিতে বীজ বুনতে হলে লাঙলের ফলা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে লাইন করে গর্ত করতে হয়, হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সারিতে পাট বীজ ফেলতে হয় এবং লাইন করা গর্ত ঢেকে দিতে হয়। এই কাজগুলো কষ্টকর তাই লাইনে পাটের বীজ বপনের অন্যান্য হাজারো সুবিধা থাকলেও কৃষকেরা লাইনে করে না। ধান গমের মত কুশি ছাড়ে না বিধায় পাট গাছের সংখ্যা অংকুরোদগমের সময়েই নিশ্চিত করতে হয়। পরিক্ষীত অংকুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন পাটের বীজ সংগ্রহ করা কৃষকের প্রথম দায়িত্ব। লাইনে বীজ বুনার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রে দু'টি মডেল উদ্ভাবন করেছে। একটি চাষ করা জমিতে এবং অপরটি চাষবিহীন জমিতে ব্যবহার করা যায়। উভয় মডেলের বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে পাট, ধান, গম, ভুট্টা ও ডাল শস্য সারিতে বপন করা যায়। এ যন্ত্র দিয়ে পাট বীজকে নির্দিষ্ট স্থানে ও সঠিক গভীরতায় বপন করা যায়। এ যন্ত্রের মাধ্যমে পাট বীজ বপনের ফলে পর্যাপ্ত সংখ্যক চারা গাছ নিশ্চিত করা যায় ও ১০ থেকে ৪০ শতাংশ বীজ কম লাগে এবং ফলন ও ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ যন্ত্র দিয়ে পাট বীজ বপনের ফলে সহজে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। যার ফলে পাট ক্ষেতে আগাছা দমন, কীটনাশক প্রয়োগসহ অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা করার জন্য ২৫ শতাংশ সময় ও খরচ কম লাগে। রাজবাড়ী ও ফরিদপুর অঞ্চলে যন্ত্রটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ অঞ্চলে কৃষকরা এ যন্ত্র ব্যবহার করে পাট বীজ বপন, গম বীজ বপন, তিল বীজ বপন ও পেঁয়াজের জমি চাষ করে থাকে। দেশের উত্তর অঞ্চলে (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়) এ যন্ত্র দিয়ে ব্যাপকভাবে গম

বীজ বপন করতে দেখা যায়। রাজশাহী ও বরেন্দ্র অঞ্চলে গম বীজ বপনে এ যন্ত্র ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফসল অনুযায়ী সারি থেকে সারির দূরত্ব ও গভীরতা ঠিক করে জমির এক প্রান্তে (উত্তর বা দক্ষিণ হলে ভাল হয়) পাওয়ার টিলার নিয়ে বীজ বপন যন্ত্রে পরিমাণ মত পাট বীজ ঢেলে নিতে হয়। পাট বীজকে যন্ত্রে দেওয়ার আগে আয়তন অনুসারে ১: ২ বা ১: ৩ অনুপাতে বীজ ও কুড়া ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। পাওয়ার টিলারের গিয়ার ২ নাম্বারে রেখে ২ থেকে ২.৫ কি.মি./ঘণ্টা গতিতে যন্ত্রটি চালানো শুরু করলে টিউবের মধ্য দিয়ে সারিতে ঠিকমত পাট বীজ পড়তে থাকে। মিটারিং ডিভাইস ঘুরছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ১-২ বারি মডেল-১ এর কার্যক্ষমতা ০.১৬-০.২৫ হেক্টর/ঘণ্টা (৪০-৬০ শতাংশ/ঘণ্টা) ও বারি মডেল-২ এর কার্যক্ষমতা ০.১৫-০.২০ হেক্টর/ঘণ্টা (৩০-৫০ শতাংশ/ঘণ্টা) ওজন বারি মডেল-১ এর ৩৫ কেজি ও মডেল-২ এর ৫০ কেজি। বারি মডেল-১ এর দাম ৩৫ হাজার টাকা ও বারি মডেল-২ এর দাম ৫০ হাজার টাকা (পাওয়ার টিলার বাদে)।